না, হয়তো ধন প্রাণ নিয়েও টান পড়বে।' গলা তেমনি মিষ্টি অঞ্জলির, কিন্তু কথা মধুর নয়।

বললাম, 'কি বলছ তুমি?'

আমার কথা অঞ্জলির কানে গেল না, ওর নিজের কথার জের টেনেই বলে চলল, 'হয়তো বাবার মত এক হাতে চুরি করব, ভায়ের মত আর এক হাতে মাথায় লাঠি মেরে বসব। আমার আর গিয়ে কাজ নেই ওখানে।'

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অঞ্জলির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলাম। তারপর তীক্ষ্ণতর স্বরে বললাম, 'সেই ভালো।'

ফাল্গুন ১৩৫৬

Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

অভিনেত্রী

চিৎপুর অঞ্চলে মালতী মল্লিকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে এসেছিল পরিচালক অনিমেষ চৌধুরী। বহুকাল সহকারী থেকে থেকে এবার সে নিজেই একখানা ছবি ডাইরেক্ট করবার ভার পেয়েছে। কিন্তু প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের মতো ব্যয়কুণ্ঠ লোক বোধ হয় দুনিয়ায় দুটি নেই। আশি-পঁচাশি হাজার টাকার মধ্যে খুব ভালো বই তুলে দিতে হবে—এই শর্তে অনিমেষকে তিনি কাজ দিয়েছেন। টাকার অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত লাখে গিয়ে পৌঁছবে তা অবশ্য অনিমেষ জানে। তবু গোড়া থেকেই বেশ একটু সতর্ক হয়ে অনিমেষকে কাজ করতে হচ্ছিল। তার জন্য ছুটোছুটি, পরিশ্রমও করছিল প্রচুর; যেখানে অন্য লোক পাঠালে চলে সেখানেও অনিমেষ নিজে না গিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

অভিনয়ে অবশ্য মালতীর তেমন খ্যাতি নেই। যা হোক করে কাজ মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তার জন্য নির্বাচিত ভূমিকাটিও বইয়ের মধ্যে অপ্রধান। বেকার স্বামীর স্ত্রী, রুগ্ন সন্তানের মা, পরিবারের ছোট বউয়ের ছোট অংশ। সব নিয়ে দু-তিন দিনের স্যুটিং। এর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীরাও অনেক টাকা দাবি করবেন। তাঁদের তুলনায় মালতীকে খুব অল্পেই পাওয়া যাবে। বন্ধুরা তাই বলেছিল। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যার পর মালতীকে পাওয়াই গেল না। ঝি ক্ষান্তমণি হেসে বলল, 'দিদিমণি বাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন, কিছু ঠিক নেই। এলে কি বলব বলে দিন।'

স্টুডিওর নাম আর দেখা করবার সময় এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে অনিমেষ বিরক্তমুখে বেরিয়ে এল। মনে মনে ভাবল, সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে গেল একেবারে।

জয় মিত্র স্ট্রীটে একজন পুরনো বন্ধু আছে, বিনয় চক্রবর্তী। গেলে তার স্ত্রী লাবণ্য চা-টা দেয়, আদর-যত্ন করে। বিনিময়ে অনিমেষও দু-একখানা সিনেমার পাস সংগ্রহ করে দেয় তাদের। বহুদিন ওদের কোন খোঁজ-খবর নেওয়া হয়নি। অনিমেষ ভাবল একবার টুঁ মেরে যায় বন্ধুর বাসায়।

গলির ভিতরে তস্য গলি। পুরনো বাড়ির একতলা ঘর। খুব কষ্টেই আছে বিনয়। ভাল চাকরি-বাকরি কিছু পায়নি। তবু মাঝে মাঝে এই দরিদ্র বন্ধুটির বাসায় এসে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যেতে খুবই ভালো লাগে অনিমেষের। বেশ একটা সরল আন্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায় এখানে এলে। এক কাপ চা, একটু রুটি-তরকারি, মাসের প্রথম দিকে হলে কোনদিন বা একটু সুজি ছাড়া লাবণ্য তার সামনে আর কিছু ধরে দিতে পারে না। কিন্তু গেলে এমন আদর-যত্ন করে, এত আনন্দ পায় যেন পরম অপ্রত্যাশিত কোন মহামান্য অতিথি তাদের ঘরে এসেছে।

ভিতরে কি যেন কথা কাটাকাটি চলছিল, বার-দুই কড়া নাড়তে তা থেমে গেল। বিনয় এসে দোর খুলে বলল, 'কে ?'

তারপর অনিমেষকে দেখে বলল, 'এস।' কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে যেন তেমন উত্তাপ নেই—বড় শুকনো গলা, বড়ই যেন বিরস বিনয়ের মুখ।

লাবণ্যর মুখও ভার-ভার। ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। বিনয়ের জামাটা মেঝেয় লুটাচ্ছে। দু'পাটি জুতো ঘরের দুই প্রান্তে। তার এক পাটি কোলের উপর তুলে নিয়েছে বিনয়ের কালো মাথানেড়া রোগা বছর তিনেকের ছেলেটি। মেঝের ওপর ছোট ছোট আরও গোটা দুই কাগজের মোড়ক। একটা ফেটে গিয়ে মেঝেয় খানিকটা মসুরির ডাল ছড়িয়ে পড়েছে।

অনিমেষের বুঝতে বাকি রইল না, বেশ একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

লাবণ্য একবার অনিমেষের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে দ্রুতহাতে ঘর গুছাতো শুরু করল।

অনিমেষ বলল, 'এসে বুঝি রসভঙ্গ করে ফেললাম। দাম্পত্য কলহটা খুবই জমে উঠেছিল দেখা যাচ্ছে। ঝগড়া করাটা তোমার কি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বিনয় ?'

তক্তপোশে বন্ধুকে বসতে দিয়ে বিনয় পকেট হাতড়ে একটা 'পাসিং শো' বার করে তার হাতে দিতে গেল।

অনিমেষ বলল, 'সিগারেট আমার কাছে আছে।' বলে নিজেই গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা খুলে ধরল।

বিনয় সিগারেট ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়ে বলতে লাগল, 'রোজ রোজ এই অশান্তি, এই ঝগড়া-ঝাটি আমারই কি ভালো লাগে ভাই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘর-সংসার, সে যদি এমন অবুঝ হয় তো পারি কি করে ? আচ্ছা, ছেলে কি কারও হয় না ? না কি, ছেলেপুলে থাকলে কোন রোগব্যাধি হতে নেই ? কিন্তু তার ওষুধ-পথ্য নিয়ে কার বউ এমন ঝগড়া করে শুনি ? যার যেটুকু সাধ্য, সে সেইটুকুই করতে পারে। তার বেশি চাপ দিলে—'

লাবণ্য ফোঁস করে উঠল, 'কে কাকে চাপ দিতে গেছে ঠাকুরপো ? ছেলেটা টাইফয়েড়ে এবার তো শেষই হয়ে গিয়েছিল, যে দেখেছে সেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেউ ভাবেনি ওকে ফের তুলতে পারব।'

ছেলেকে হাত ধরে হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এসে অনিমেষের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লাবণ্য বলল, 'দেখুন তো কি হাল হয়েছে, বলুন তো মানুষের কোন ছিরি আছে চেহারায় ? একটা পা এখনও টেনে টেনে হাঁটে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে। বললেন ভাল করে খাওয়াতে-টাওয়াতে না পারলে সারবে না। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো হলে পায়ের দোষটুকু আপনিই সেরে যাবে। তাই বলছিলাম এক কৌটো ওভালটিনের কথা। তাতে যে কোন মানুষ এমন রাগ করতে পারে, এমন মুখ খারাপ করতে পারে—'

বলতে বলতে থেমে গেল লাবণ্য। পায়ে আচমকা টান লাগায় ছেলেটি বোধ হয় ব্যথা পেয়েছিল। সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করতেই লাবণ্য তাকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে মধুরস্বরে বলল, 'ছি ছি ছি, কাকাবাবুর সামনে বুঝি কাঁদে ? কাকাবাবু কি বলবেন বল তো ? দেশ-বিদেশে নিন্দে করে বেড়াবেন যে ? জান কত ভাল ভাল ছবি তোলেন তোমার কাকাবাবু ! আমাদের বিন্তুর কিন্তু চমৎকার একখানা ছবি তুলে দিতে হবে ঠাকুরপো।'

লাবণ্য একটু হাসল।

অনিমেষের চোখে এই অপ্রত্যাশিত হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল। বিনয়ের ছেলের তুলনায় তার স্ত্রীকে সুশ্রীই বলা যায়। রঙ ফর্সা, টানা নাক চোখ। মুখের গড়নের মধ্যে বেশ একটু মিষ্টত্ব আছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দীর্ঘ দোহারা চেহারা, স্বাস্থ্য এত অভাব-অনটনেও ভেঙে পড়েনি। এমন রোগা-আকৃতির ছেলে লাবণ্যের কোলে মানায় না। কিন্তু মাতৃত্ব ওর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে মধুরতর করেছে।

অনিমেষকে অমন করে তাকাতে দেখে লজ্জিত হয়ে লাবণ্য চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি

তো আজকাল আসেনই না, শুনেছি ডিরেক্টর হয়েছেন—'

অনিমেষ হেসে বলল, 'তা হয়েছি।'

তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ : 'সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায় বিনয়—ছেলেটার একটু যত্ন-টত্ন নেওয়াই তো উচিত এখন। সবে অসুখ থেকে উঠেছে। বউদি ওভালটিন আনতে বলেছিলেন আনলে না কেন?'

বিনয় উত্যক্ত হয়ে বলল, 'আনলে না কেন! ফরমায়েস কি এক ওভালটিনেরই ছিল নাকি? ছেলের জন্যে বিস্কুট, সংসারের জন্যে এক পো ডাল, চা, এদিকে মাসের শেষ; কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা আনি শুনি। যা না আনব, তাই নিয়েই তো কুরুক্ষেত্র, আর ছেলের আদর-যত্নের কথা যদি বল, সত্তর টাকা মাইনের কেরানীর ঘরে ছেলের আদরটা কিছু কম হচ্ছে নাকি?'

মেঝেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিনয় অদ্ভুত একটু হাসল : 'ছেলে নিয়ে এর চেয়ে বেশি আদর-আহ্লাদ করবার শখই যদি ছিল, কেরানীর সন্তান পেটে না ধরে কোন বড়লোকের ঘরে গিয়ে ছেলে বিয়োলেই হত।'

লাবণ্য বলল, 'শুনুন, কথা শুনুন একবার।'

অনিমেষ বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ, কি যা-তা বলছ বিনয়, এত মুখ খারাপ করতে শিখলে কবে থেকে? ছি ছি ছি!'

অপ্রস্তুত হয়ে বিনয় এবার একটুকাল চুপ করে রইল।

অনিমেষ আন্তরিক সহানুভূতিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, কেবল মুখের কথাই তো খারাপ হয়নি, বিনয়ের মুখের গড়নও বড় বিশ্রীভাবে বদলে গেছে। ত্রিশ-একত্রিশের বেশি বয়স হবে না ওর। কিন্তু গাল ভেঙে চোয়াল জেগে এমন হয়েছে চেহারা যেন মনে হয় অনেক দিন চল্লিশ পার হয়ে গেছে।

অনিমেষ বলল, 'পার্ট-টাইম কিছু একটা জোগাড় করতে পারলে নাকি বিনয়?'

বিনয় মাথা নাড়ল : 'না, তোমাকে এত করে বললাম—'

অনিমেষ বলল, 'চেষ্টা তো করে দেখলাম ভাই, কিন্তু আমাদের যা লাইন, তাতে—'

লবাণ্য তাক থেকে চা চিনি আর দুটি কাপ পেড়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে তার সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

'আবার তুমি আসছ?'

একটু পিছন ফিরে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য ফের একটু হাসল : 'এক নিমেষও চোখের আড়াল করবার জো নেই এমন জ্বালা!'

দোরের বাইরে গিয়েই ছেলেকে যে লাবণ্য কোলে তুলে নিল, তা অনিমেষের চোখ এড়াল না।

বিনয় বলল, 'তুমি তো এবার ডিরেক্টর হয়েছে অনিমেষ। দু-এক নম্বর পার্ট-টার্ট দাও না আমাকে। দু-দশ টাকা যদি আসে মন্দ কি?'

অনিমেষ হেসে ফেলল : 'তোমাকে পার্ট দেব? লোকের সামনে কথাই বলতে পার না ভালো করে,তো তুমি আবার অভিনয় করবে! তোমাকে পার্ট দিলে তো মৃত সৈনিকের পার্ট দিতে হয় বিনয়।'

বিদ্রূপ শুনে বন্ধুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বিনয়, তারপর একটু হাসল : 'মৃত সৈনিকের পার্ট তুমি আর নতুন করে দেবে কি ভাই, মৃত সৈনিক হয়েই তো আছি। তুমি বড়জোর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছ। তার চেয়ে বেশি তো কিছু করনি।'

চায়ের কাপ হাতে লাবণ্য ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল, 'এবার বুঝি আপনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে! এমন খিটমিটে মেজাজও হয়ে গেছে জানেন! ঝগড়া ছাড়া আজকাল এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।'

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে স্মিতমুখী লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'ঝগড়া নয়, বিনয় আমার কাছে পার্ট চাইছিল। আমি বলি কি বউদি, বিনয়ের দ্বারা তো হবে না, কিন্তু আপনি পারলেও পারতে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারবেন। করবেন?'

শুনে লাবণ্যও হাসল : 'সত্যি নাকি ? বেশ তো, নামিয়ে দিন না। আপনি যেখানে ডিরেক্টর, আমার সেখানে অ্যাক্ট না করলে চলবে কেন ?'

অনিমেষ বলল, 'না ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি।' তারপর বিনয়ের দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ, 'আমি seriously বলছি বিনু। তোমরা যদি রাজী হও তা হলে বউদিকে একটা ছোটমতো রোল দেওয়া যায়।'

বিনয় হাসল : 'তাই নাকি ?'

পরিকল্পনাটা এবার খুলেই বলল অনিমেষ। বিনয় হাসছে কেন ? এতে দোষের কি আছে ? আজকাল কত ভদ্রঘরের মেয়েরাও তো আসছেন এ লাইনে। খুব ছোট পার্ট, ফষ্টি-নষ্টি কিছু নেই। লাবণ্যের উপযুক্ত ভূমিকাই তাকে দেবে অনিমেষ। রুগ্ন সন্তানের জননীর রোলেই সে নামাবে লাবণ্যকে। সবসুদ্ধ তিন-চারটি শটের বেশি হবে না। কথাও খুব সামান্য। স্বামীর সঙ্গে মাত্র একবার সাক্ষাৎ হবে। বাকি সব দৃশ্যই ছেলের সঙ্গে আর বুড়ো ডাক্তারের সঙ্গে। স্টুডিওতে বিনয় থাকবে, অনিমেষ থাকবে, কোনও অসুবিধা হবে না। বিনয়ের ছেলে বিন্তুকে সুদ্ধ নামাবে অনিমেষ। নিজের ছেলেকে ঘরে যেমন আদর-যত্ন সেবা-শুশ্রূষা করছে লাবণ্য, স্টুডিওতে ক্যামেরার সামনে তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে না। সব দিয়ে দিন-তিনেক বেরুতে হবে বড়-জোর। প্রযোজককে বলে-টলে শ'তিনেক টাকার ব্যবস্থা অনিমেষ করতে পারবে।

তিন শ' টাকা ! রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল লাবণ্য। সে যে অনেক। বিন্তুর চিকিৎসার জন্যে আগে যা কিছু ধার আছে তা শোধ দেওয়া যাবে। দিয়ে-থুয়ে যা বাকি থাকবে তাতে ভাল ফুড হবে বিন্তুর, ওর নতুন জামা জুতো প্যান্ট আসবে। ওর নামে পঁচিশ টাকার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্টও খুলে রাখবে লাবণ্য। বড়লোকের ছেলেদের নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে বলে সে শুনেছে। সে টাকায় হাত দিতে দেবে না বিনয়কে। কিন্তু তিন শ' টাকাই যদি এক সঙ্গে আসে বিনয়ের জন্যেও কিছু কিনে দিতে হবে বউকি, যে হিংসুটে মানুষ। বেরুবার মতো ভালো জামা-কাপড় নেই, তা করতে হবে। একটা সিগারেট-কেসের ভারি শখ বিনয়ের, তাও একটা কিনবে লাবণ্য ওর জন্যে। নিজের একখানা ভাল শাড়ি নেই বাক্সে। অবশ্য সে মুখ ফুটে চাইবে না, বিনয় যদি কেনে কিনবে। হাতে অত টাকা এলে বিনয় অবশ্য শাড়ির কথাই আগে বলবে, তা লাবণ্য জানে।

'আপনি ঠাট্টা করছেন।' লাবণ্য অস্ফুট স্বরে বলল।

অনিমেষ বলল, 'না বউদি, আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনারা যদি রাজী হন, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলি।'

লাবণ্য বলল, 'কিন্তু লোকে যে নিন্দে করবে !'

অনিমেষ বলল, 'কেন নিন্দে করবে ? এতে নিন্দের কি আছে ? তা ছাড়া, আপনি যদি নিজের নাম না দিতে চান না দেবেন। লাবণ্যের বদলে অন্য নাম রাখলেই হবে।'

বিদায় নেওয়ার সময় বন্ধুকে আরও একবার অনুরোধ করে গেল অনিমেষ। তারা সারা রাত ভালো করে ভেবে দেখুক। কাল বেলা দশটার মধ্যে কিন্তু পাকা কথা দিয়ে আসতে হবে অনিমেষকে, বিনয় যদি রাজী না হয় তা হলে অন্য লোকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলবে অনিমেষ। তার দেরি করবার সময় নেই। বইয়ের স্যুটিং প্রায় আধাআধি হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক মাসখানেকের মধ্যে শেষ করা চাই।

সদর-দরজা পর্যন্ত লাবণ্য আর বিনয় এগিয়ে দিয়ে এল অনিমেষকে।

লাবণ্য বলল, 'কিন্তু ঠাকুরপো, আমি কি পারব ? আপনি কি শিখিয়ে নিতে পারবেন আমাকে ?'

অনিমেষ বলল, 'নিশ্চয়ই। মা কি করে ছেলের পরিচর্যা করে, ছেলের শক্ত অসুখে তার মনের অবস্থা কি রকম হয় না-হয় তা তো আর আপনাকে শিখিয়ে দেওয়ার বেশি দরকার হবে না।'

পরদিন সকালেই বিনয় গিয়ে অনিমেষকে খবর দিল, লাবণ্য রাজী হয়েছে। বিনয় বলল, 'কিন্তু নামটা ভাই বদলে দেওয়াই ভাল।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'এটা কি তোমার ইচ্ছে ? না, তাঁর ইচ্ছে ? শেষে বউদি যখন নামকরা লোক হয়ে পড়বেন, তখন নাম বদলাবার জন্যেই হয়তো অনুতাপ হবে। আচ্ছা, নামের ব্যাপার তো

সব চেয়ে পরে। সে তখন দেখা যাবে।'

দুপুরের পর মালতী গিয়ে স্টুডিওতে হাজির। ত্রিশ পেরিয়ে গেছে বয়স। চোখেমুখে অমিতাচারের ছাপ। পুরু পাউডারের প্রলেপে তাকে প্রাণপণে ঢাকবার চেষ্টা করেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক, চড়া রঙের শাড়ি গয়নার চুল বাঁধবার ঢঙে নিজেকে অষ্টাদশী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

অনিমেষ ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, 'বড় দেরি করে এলেন মিস মল্লিক। আমি আর একজনের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলেছি।'

মালতী বলল, 'সে কি, আপনি তো আজ বারোটার সময় স্টুডিওতে দেখা করতে বলেছিলেন। এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি আছে বারোটার।'

নিজের হাত-ঘড়িটা মালতী অনিমেষের চোখের সামনে তুলে ধরল।

অনিমেষ বলল, 'আমাকে আজ সকালেই কন্ট্রাক্ট করে ফেলতে হয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি ছিল। কাল থেকেই ফের স্যুটিং আরম্ভ কিনা। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম মায়ের ভূমিকা আপনাকে ঠিক মানাতও না। আপনার উপযুক্ত কোন রোল থাকলে নিশ্চয়ই—'

মালতী চটে উঠে বিকৃতমুখে বলল, 'আপনার মত অমন পুঁচকে ডিরেক্টর ঢের ঢের দেখেছি অনিমেষবাবু। ছিলেন ফটোগ্রাফার, হয়েছেন ডিরেক্টর। বলে কিনা—"যত ছিল নলবুনে সব হল কীর্তুনে।" ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। মানাত না! না মানাবার কি আছে শুনি? কেবল মা কেন, জ্যেঠিমা, খুড়ীমা, মাসীমা, পিসীমা ইচ্ছা করলে না পারি কি? এতদিন ওসব রোলে কেউ আমাকে নামাতে পারেনি। আপনার বইতে নিজের ইচ্ছেই নামতে চেয়েছিলাম। বেশ, কন্ট্রাক্ট আপনি না করতে চান না করলেন; কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, তাও বলে দিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল মালতী।

স্টুডিও সম্বন্ধে যাতে একটা মোটামুটি ধারণা হয় তার জন্য সপুত্রক লাবণ্যকে আগেই একবার বিনয় ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সাজসজ্জা, যন্ত্রপাতি দেখে লাবণ্য তো অবাক। নির্জীব, দুর্বল বিন্তুরও উৎসাহের অবধি নেই। মার কোলে থেকে সে দুর্বোধ্য ভাষায় হাত-পা নেড়ে কি সব বলতে লাগল।

মাত্র একদিন আছে মাঝখানে। রিহার্সেলের সময় নেই। চলচ্চিত্রে এইরকমই দস্তুর। উদ্‌যোগের আয়োজনের ব্যাপারে অতি দ্রুত চলায় সে অভ্যস্ত। তবু বিনয়ের বাসায় গিয়ে লাবণ্যকে প্রথম দিনের স্যুটিংয়ের খানিকক্ষণ মহড়া দেওয়াল অনিমেষ। ছেলের মুখে সামান্য দু-একটি কথা ছিল। কিন্তু বিন্তু মা বাবা ছাড়া এখনও কোন ডাক শেখেনি বলে অনিমেষ তা কেটে দিল। বিন্তুর বিকলাঙ্গ কদাকৃতি চেহারাটাই ছবির পক্ষে এক বড় সম্পদ। ওর মুখে কথার আর দরকার হবে না।

পরদিন গাড়িতে করে নিজেই বন্ধু আর তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এল অনিমেষ। স্টুডিওর দরজায় দেখা হল মালতীর সঙ্গে।

অনিমেষ একটু সৌজন্য আর সহানুভূতির স্বরে বলল, 'এই যে মিস মল্লিক, আপনিও এসেছেন দেখছি! কাজ আছে বুঝি?'

মালতী বলল, 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম। সেও তো এক কাজ।' বলে গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে লাবণ্যর দিকে ঈর্ষাকুটিল চোখে একটু তাকাল মালতী। লাবণ্য চোখ ফিরিয়ে নিল।

মালতী চলে গেলে লাবণ্য বলল, 'মেয়েটা কে ঠাকুরপো? কি রকম অসভ্যের মত বার বার তাকাচ্ছিল! আর কি রঙই না মেখেছে মুখে! ছি ছি ছি! কে ও?'

অনিমেষ মৃদু হাসল: 'বড় সহজ পাত্রী নয় বউদি। আর একটু হলেই ও আপনার জায়গা কেড়ে নিত। আপনি তো লক্ষ্য করেননি, বিনয় এতক্ষণ তো ওকেই দেখছিল চেয়ে চেয়ে।'

বিনয় লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বল!'

প্রডিউসারকে আগেই বলে রেখেছিল অনিমেষ। লাবণ্যকে দিয়ে অভিনয় করালে টাকা কম লাগবে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের সময়েও সুবিধা হবে খুব। নিজের ছেলে নিয়ে ভদ্রঘরের সুন্দরী কুলবধূ অভিনয়ে নেমেছেন বইয়ের পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে।

লাবণ্যকে বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অনিমেষ। মুখখানা বেশ মিষ্টি মিষ্টি। দেখেশুনে প্রসন্নই হলেন বৈকুণ্ঠ। বললেন, 'বেশ, বেশ। আমার কুঁড়েঘরে লক্ষ্মীর আগমন হয়েছে অনিমেষবাবু। আহাহা, মুখখানা কি রকম শুকিয়ে গেছে। ওঁকে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে নিয়ে যান এক্ষুনি।'

সেট সাজানো হল। আড়ম্বর আয়োজনের কিছু নেই। দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর। ঠিক যেমন ঘর লাবণ্য দেখে এসেছে, অনিমেষ সেটে প্রায় তারই অনুকরণ করল। মেঝেয় ছেঁড়া বিছানায় রোগজীর্ণ ছেলে। দায়িত্বহীন ভীরু বেকার স্বামী কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে ভিজিট না পেলে ডাক্তার আসবে না। ডাক্তার ডাকবার লোক নেই, টাকা নেই। একবার ছেলের গায়ে হাত দেয় মা আর একবার হাত তুলে আনে। নিজের হাতে শাঁখা আর এয়োতির লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এক চিল্‌তে হার এখনও আছে ছেলের গলায়। খানিক আগে হার হার বলে কেঁদেছিল, তাই পরিয়ে দিতে হয়েছে। এখন ঘুমন্ত ছেলের গলা থেকে মা সে হার কি করে তুলে নেবে? সোনার অঙ্গ থেকে কি সোনা ছিঁড়ে নেওয়া যায়! তবু নিতেই হল। ছেলের হার চুরি করে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মা চলল ডাক্তার ডাকতে।

প্রথম দিনের সেট এ পর্যন্ত। বিষয়টা বার বার লাবণ্যকে বুঝিয়ে দিল অনিমেষ। সেটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বার বার তাকে মহড়া দেওয়াল। কিন্তু লাবণ্যর কিছুতেই যেন হতে চায় না। নিতান্ত নিরুদ্বেগ মুখ লাবণ্যর, দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষোভ কোন ভাব ফুটে উঠছে না। একান্ত অভাবব্যঞ্জক মুখ। বাইরের অনেকগুলি পুরুষ যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার জন্যে মাঝে মাঝে লজ্জা আর সংকোচ প্রকাশ পাচ্ছে তার। বার বার মাথায় আঁচল টেনে দিতে চাইছে লাবণ্য। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ধমক দিল, 'আপনার লজ্জার অত সময় কই! আপনার ছেলের ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। টাইফয়েডের চেয়েও শক্ত অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে আপনার ছেলে। আপনি যান, ছেলের কাছে গিয়ে বসুন, তার গায়ে হাত বোলান।'

কিন্তু সেটের মধ্যে লাবণ্যর হাত কাঁপে, পা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে থর থর করে। অদ্ভুত একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। সে ভয় ছেলের মৃত্যুভয় নয়। অনেক কষ্টে যদি বা ছেলের কাছে তাকে বসানো গেল, তার আড়ষ্ট ভঙ্গি কিছুতেই যেতে চায় না। ছেলের মাথার কাছে বসে হাতে পাখা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য তা রেখে দিল। অনিমেষ ধমক দিয়ে উঠল, 'অমন করে বাতাস করে নাকি? আপনার নিজের ছেলে মরে যাচ্ছে—'

লাবণ্য মাথা নেড়ে বলল, 'না না না।'

পুরো ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে শেষে সেট থেকে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল অনিমেষ, তারপর অসহায়ের মতো বলল, 'হল না।'

লজ্জায় অনুশোচনায় লাবণ্য মুখ নীচু করল।

বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের পাশের চেয়ারেই বসে ছিল মালতী মল্লিক। অনিমেষ আর লাবণ্যের কাণ্ড দেখে মুখে রুমাল চেপে ধরেছিল। তবু তার হাসির শব্দ অস্পষ্ট ছিল না।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'মিস মল্লিক, আপনি এ যাত্রা উদ্ধার করুন, স্যুটিং ডিটেনড হোক আমি চাই না।'

মালতী বল, 'উদ্ধার আমি করতে পারি, কিন্তু হাজার টাকার এক পয়সাও কম হবে না।'

বৈকুণ্ঠ বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে আটকাবে না। কাজ সারতে সারতে যদি রাত হয়ে যায়, আমি নিজের গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, আপনি ভাববেন না।'

পলিতকেশ প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মালতী ঠোঁট টিপে হাসল: 'বেশ তো, দেবেন, আপাততঃ ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখুন আমার, আর কন্ট্রাক্ট ফর্মটা দিন।'

মেকআপ রুম থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল মালতী, আটপৌরে ময়লা শাড়ি পরনে। শাঁখা-সম্বল দরিদ্র গৃহস্থবধূ। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই ডিরেক্টর মশাই, ছেলে কই আপনার?'

আজকের মতো বিনয়ের ছেলে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। স্টুডিওতে আর কোন ছেলে নেই,

সৌজন্যের খাতিরে বিনয় তাতে রাজী হল।

ছেলে দেখে নাক সিটকাল মালতী : 'ও ডিরেক্টর মশাই, এই নাকি ছেলের নমুনা আপনার ? এতকাল বাদে শেষ পর্যন্ত এই রকম ছেলে একখানা বানালেন বুঝি ? আনাড়ী ডিরেক্টরের ছেলে এর চেয়ে আর বেশি কি হবে ? কিন্তু ওর মা হব কি করে, ওকে ছুঁতেই যে ঘেন্না ঘেন্না লাগছে আমার।'

কিন্তু সেটে গিয়ে মালতীর চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল। বিন্তু একটু কাঁদতে শুরু করেছিল, তাকে টাকা আর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখল মালতী। তারপর শুরু হল রুগ্ন ছেলের পরিচর্যা। উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে জননীর শঙ্কিত বিহ্বল মুখ দেখে দর্শকরা সবাই মুগ্ধ হল। অনিমেষের ডিরেক্শনের চাইতে মালতীর নিজের suggestionগুলি উৎকৃষ্ট বলে মনে হল সকলের।

মালতী এক ফাঁকে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ডিরেক্টর মশাই, আপনি শত হলেও ওর পালক বাপ, আমি ওর সাক্ষাৎ মা। কি করতে হবে না হবে, আমার চেয়ে বেশি জানেন নাকি আপনি ?'

হার খুলে নেওয়ার দৃশ্যটিও চমৎকার অভিনয় করল মালতী : 'ওরে, এই বিষ্যুৎবার দিন কি করে আমি সোনামণির গলা থেকে সোনা কেড়ে নেব রে !' বলে রুদ্ধ কান্না চাপবার এমন ভঙ্গি করল মালতী যে বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের চোখ দুটি পর্যন্ত সজল হয়ে উঠল।

ক্যামেরাম্যান খুশিমনে শট নিল। সবাই স্বীকার করল, এ দৃশ্যটি বইয়ের সেরা সম্পদ হবে।

জলভরা চোখে সেট থেকে নেমে এসেই মালতী কিন্তু হাত পাতল বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের কাছে : 'কই, চেকটা দিন।'

অনিমেষ প্রসন্ন মনে বলল, 'খুব খুশি হলাম। মার ভূমিকায় আপনি এত ভাল অভিনয় করলেন কি করে বলুন তো ?'

মালতী হেসে বলল, 'হিংসেয় ডিরেক্টর মশাই, হিংসেয়। স্বভাব হল অভিনয়, মদ আর মাৎসর্য ছাড়া হবার নয়। এবার টের পেলেন তো বিন্তুর কে মা আর কে সৎমা।' বলে আড়চোখে নতমুখী লাবণ্যর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মালতী বৈকুণ্ঠকে বলল, 'আপনি গাড়ির বন্দোবস্ত করুন বৈকুণ্ঠবাবু। আমি মেকআপ রুম থেকে এলাম বলে।'

গাড়িতে করে অনিমেষও লাবণ্যদের পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল ; কিন্তু বিনয় আর লাবণ্য দুজনেই মাথা নাড়ল। গাড়িতে দরকার নেই, তারা ট্রামেই বেশ যেতে পারবে। বিন্তুর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল অনিমেষ, কিন্তু লাবণ্য তাও নিল না, বলল, 'ও টাকা দিয়ে কাকাবাবুকে প্রণাম কর বিন্তু, ও নিয়ে তোমার কাজ নেই, কাকাবাবু পরে তোমাকে লজেন্স-বিস্কুট কিনে দেবেন তাই নিয়ো।'

অনিমেষ বলল, 'আমি খুবই লজ্জিত বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার লজ্জার কি আছে ?'

রিলিজের পর সপ্তাহ চারেক বেশ ভালই চলল বই। মোটামুটি উতরে গেছে অনিমেষের প্রথম ছবি। পাস পেয়ে পরিচিত বন্ধুরা দেখে এসে সুখ্যাতি করল। কেবল এল না বিনয়। অনিমেষ ভাবল, ওরা লজ্জা পাচ্ছে। দুখানা পাস নিয়ে একদিন হাজির হল বন্ধুর বাসায়।

চেহারা আরও খারাপ হয়েছে। জামাকাপড় আরও জীর্ণ। ঘরটা যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা। আসবাবপত্র সব নেই, তবু বিনয় খুশি হবার ভঙ্গিতে বলল, 'এস, এস। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি সম্পর্ক তুলেই দিলে।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার ছবির নাকি খুব নাম হয়েছে !'

অনিমেষ বলল, 'পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি ! নিজেরা গিয়ে আগে দেখে আসুন। তারপর ভালো বলতে হয় বলুন, নিন্দে করতে হয় করুন। কিন্তু মহারাজ, এস তো এদিকে। এই নাও তোমাদের পাস। তোমার অভিনয় কেমন হয়েছে দেখে এসো গিয়ে। আপনারা তো ছেলে দিলেন না বউদি, অতিকষ্টে শেষে আর একটাকে জোগাড় করে নিলাম।'

রুগ্ন উলঙ্গ ছেলের দিকে একবার তাকাল অনিমেষ। পা'টা ওর আরও শুকিয়েছে।

অনিমেষ বলল, 'ওর শরীরটা বুঝি এখনও তেমন সারেনি বউদি ? ফের কি অসুখ-বিসুখ—'

কথা শেষ হতে পারল না, দরজায় কড়া নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভারি গলাও শোনা গেল, 'বিনয়বাবু আছেন ? বিনয়বাবু ?'

বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাল, তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'সেরেছে। অনিমেষ এসেই যত গোল বাধাল। না হলে আমি এতক্ষণে বেরিয়ে যেতাম, নাগাল পেত না।'

অনিমেষ বলল, 'কে ?'

বিনয় তেমনি ফিস ফিস করে বলল, 'বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক। ভাড়ার তাগিদে এসেছে। অস্থির করে ফেলল ভাই। এদিকে হাতে পয়সা নেই একটি। পুরো মাইনে পাইনি অফিস থেকে। কিছু আগাম নেওয়া ছিল কেটে রেখেছে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও বলে এস—বাসায় নেই।'

লাবণ্য একবার অনিমেষের দিকে তাকাল।

বিনয় বলল, 'আহা, ওর কাছে আর তোমার লজ্জা করতে হবে না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বলে এস—নেই, বেরিয়ে গেছে। পাওনাদার ভাগাতে লাবণ্যের জুড়ি নেই অনিমেষ।'

লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'নেই বললে বিশ্বাস করবে কেন ? তোমার গলা শুনতে পেয়েছে।'

বিনয় কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল : 'তা হলে বল গিয়ে—বড্ড অসুখ।'

সদর-দরজায় লাবণ্যর সঙ্গে আগন্তুকের মৃদু কণ্ঠে কি একটু কথা হল। তারপর একজন প্রৌঢ় মতো লোককে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্য ফিরে এল : 'আসুন কাকাবাবু। এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উঠে যাবার পর্যন্ত সাধ্য নেই।'

বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

বছর পঞ্চাশেক হবে বয়স। লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। ভুঁড়ির কাছে ফতুয়ার বোতাম দুটি খোলা।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিনয় ততক্ষণে পাশ ফিরে শুয়েছে। লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, 'হয়েছে কি বিনয়বাবু ? জ্বর-টর নাকি ?'

তিনি একটু এগিয়ে কপালে হাত দিতে গেলেন বিনয়ের।

লাবণ্য বলল, 'না কাকাবাবু, জ্বর নয়। সামান্য জ্বরজারি উনি গ্রাহ্যই করেন না। কাল দিনেরাত্রে অন্তত বার পঁচিশেক দাস্ত হয়েছে।'

গোবিন্দবাবু একটু পিছিয়ে এলেন : 'বলেন কি ?'

লাবণ্য বলল, 'হ্যাঁ, পঁচিশবার তো হবেই। বেশিও হতে পারে। শেষের দিকে বিছানা থেকে আর উঠবার ক্ষমতা ছিল না। ভয়ে আর বাঁচি নে কাকাবাবু। দিনকাল তো ভালো নয়।'

অনিমেষ লক্ষ্য করল, লাবণ্যর চোখে মুখে সত্যই যেন স্বামীর অসুখের জন্য শঙ্কা আর উদ্বেগের ছাপ এসে পড়েছে ; কালকের ভয় যেন তার আজও কাটেনি।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'ভয়েরই তো কথা। চারিদিকে যা অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। শুধু দাস্ত, না কি বমি-টমিও ছিল ?'

লাবণ্য বলল, 'হুঁ, শেষের দিকে সবই শুরু হয়েছিল। মানুষ নেই, জন নেই, টাকা-পয়সার টানাটানি—এমন বিপদেই পড়লাম। শেষে দিশে-টিশে না পেয়ে মামাকে খবর দিলাম। শ্যামবাজারের মধু ডাক্তারের নাম শুনেছেন তো ? তিনি আমার মামা। তিনি দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন। তারপর ভগবানের দয়ায়—। দু' দিনে কি চেহারা হয়ে গেছে দেখুন কাকাবাবু।'

লাবণ্য বিনয়ের গা থেকে কাঁথাটা তুলে ধরল।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'খাওয়াদাওয়ার কিছু গোলমাল হয়েছিল নাকি ? না হলেই বা কি ! মানুষের শরীরের কখন যে কি হয়, তা কেউ বলতে পারে না।'

লাবণ্য সস্নেহে স্বামীর কপালে হাত বুলাল : 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? কাকাবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

গোবিন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক্ থাক্। ওঁকে আর ডেকে কাজ নেই। আমি ভাড়াটার কথা

বলব ভেবেছিলাম মা। যাক, আজ আর না বললাম। কিন্তু এদিকে দু'মাস হয়ে গেল। বিনোদ দু-তিন দিন এসে ঘুরে গেছে, বিনয়বাবুর দেখা পায়নি।'

লাবণ্য বলল, 'একটু সুস্থ হলে উনি নিজেই গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসবেন কাকাবাবু। বিনোদকে পাঠাতে হবে না। স্কুলের ছেলে, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে হয় তো ওর।'

তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য বলল, 'চমৎকার ছেলে। এত ছেলে মেয়ে আসে যায়, কিন্তু বিনোদের মতো এমন শান্তশিষ্ট স্বভাব আমি আর কারও দেখিনি। কাকাবাবু দুঃখ করেন পড়াশুনোটা তেমন হল না। দু-দুবার ফেল করেছে ফার্স্ট ক্লাসে। তা করলই বা। লেখাপড়াটাই কি মানুষের সব? পড়াশুনো করে কি যে হয়, তাও তো চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। মানুষের স্বভাবটাই আসল, কি বলুন ঠাকুরপো? মানুষ যদি সৎ হয়, সত্যি কথা বলে—'

অনিমেষ একটু ঢোক গিলে বলল, 'তা তো ঠিকই।'

এক ফাঁকে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পরিচয় করিয়ে দিলে লাবণ্য। বলল, 'মস্ত বড় ডিরেক্টর। আপনি তো সিনেমা-টিনেমা কিছু দেখেন না। কিন্তু সিনেমাওয়ালারা সবাই ওঁর নাম জানে। ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু। অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন।'

একটু বাদে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আমি তা হলে আজ চলি। আমার কথাটা কিন্তু—'

লাবণ্য বলল, 'নিশ্চয়ই, উনি সুস্থ হয়ে উঠেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ও কি কাকাবাবু, উঠলে চলবে না। একটু বসুন, এক কাপ চা করে আনি। চা তো খুব ভালবাসেন আপনি।'

গোবিন্দবাবু একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'না না, চা আজ থাক্, চা আজকাল আর আমি তেমন খাই নে।'

লাবণ্য বলল, 'তা হলে থাক্। আজ আমিও বেশি খেতে বলব না কাকাবাবু। যা দিনকাল। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাবধান সতর্কমতো থাকাই ভালো। আর একদিন এসে কিন্তু চা খেয়ে যেতে হবে। কথা দিয়ে যান কাকাবাবু।'

লাবণ্যর মুখে হাসি, গলায় আবদারের সুর।

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। আসব আর একদিন।' বলে গোবিন্দবাবু সদরদরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিনয় কাঁথা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। বন্ধুকে বলল, 'দেখলে তো? তোমার চেয়ে আমি নেহাত খারাপ ডিরেক্টর নই।'

অনিমেষ এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ছিল।

এ সম্বন্ধে কোন রকম মন্তব্য করতে প্রথমে সে একটু কুণ্ঠাবোধ করল, কিন্তু বিনয়ের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অনিমেষও সহজ হবার চেষ্টা করে হেসে বলল, 'তা ঠিক। তবে তোমার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব কিন্তু বউদির। এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেক্টরের দরকার হয় না।'

লাবণ্যর দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ : 'আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?'

লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল ; 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।'

লাবণ্যর ধরা গলায় দুই বন্ধু চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল। লাবণ্যর ঠোঁটে সেই হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ অমন ছলছল করছে কেন?

ভাদ্র ১৩৫৭